TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

‘সংসদ সদস্য আচরণ আইন ২০১০’ পাস করার দাবি

টিআইবি আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০: ‘সংসদ সদস্য আচরণ আইন ২০১০’ বিলটি যদি পাস হয় তবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠিনিকিকরণ সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে গণতন্ত্র চর্চার পথ সুগম হবে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ভূমিকা রাখবে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর উদ্যোগে আজ সকালে রাজধানীর তোপখানা রোডস্থ সিরডাপ অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব আলোচনা করেন এবং বিলটি পাসের দাবি জানান।

আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলটির উত্থাপক সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. হাফিজউদ্দিন খান এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিলটির ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন টিআইবি’র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। আলোচনায় অংশ নেন মো: মুজিবুল হক এমপি, নিলুফার চৌধুরী মণি এমপি, গোলাম মাওলা এমপি, টিআইবি ট্রাস্টি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, পিএসসি’র সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোস্তফা চৌধুরী, সাবেক সচিব আবদুল লতিফ মন্ডল, ড. বদিউল আলম মজুমদার, তত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা এ এস এম শাহজাহান, সাবেক সংসদ সদস্য হুমায়ুন কবীর হিরু, রাজনীতিবিদ সাদেক সিদ্দিকী প্রমুখ।

সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি বলেন, এ বিলের উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা আমাদের সংবিধান জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলেছে। সেই জনগণের প্রতিনিধিদের অবশ্যই একটি আচরণবিধি থাকা দরকার। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এ আচরণবিধি সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা ছিল। এর মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং গণতন্ত্রের ভীত শক্ত হবে। আমরা আশা করি এ বিলটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সংসদে উপস্থাপিত এ বিলটিতে ১৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। আলোচকগণ আশা করেন এ বিলটি পাসের মাধ্যমে জনগণের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনপ্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, তাদের সকল কর্মকান্ড ও আচরণে অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হবে। এ বিলের উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো নৈতিকতা কমিটি গঠন। এ কমিটি এ বিলটির বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করবে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, টিআইবি’র গবেষণাসহ সাম্প্রতিক বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে জনগণের মাঝে এধরণের একটি আচরণ বিধি’র ব্যাপক চাহিদা এবং প্রত্যাশা রয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে এ বিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, এ আচরণ বিধি বাস্তবায়ন সংসদ সদস্যদের নৈতিক দায়িত্ব। গোলাম মাওলা রনি এমপি বলেন, জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে এ বিলটি পাস করা দরকার। ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে এ আইন। এ এস এম শাহজাহান বলেন, এ বিলটি পাস হোক তা জনগণের দাবি।

সেমিনারে রাজনীতিবিদ, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, মিডিয়াকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

গণমাধ্যম যোগাযোগ
এস. এম. রিজওয়ান - উল - আলম
পরিচালক - আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
মোবাইল: ০১৭১৩ ০৬৫০১২
rezwan@ti-bangladesh.org